নারায়ণগঞ্জ এর রূপগঞ্জে এসিআই লবণ কারখানার ধোঁয়ায় নষ্ট হচ্ছে বাড়িঘর, স্বাস্থ্যঝুঁকিতে মানুষ

সংগৃহীত ছবি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার মঙ্গলখালী ফেরিঘাট এলাকায় অবস্থিত একটি এসিআই লবণ কারখানার আশপাশের ঘরবাড়ির টিনের চালা মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বহু বাড়ির টিন এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত যে যেকোনো সময় খসে পড়তে পারে। স্থানীয়দের অভিযোগ, কারখানা থেকে নির্গত ঝাঁঝালো গ্যাস ও ধোঁয়া শুধু ঘরবাড়িই নয়, আশপাশের পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্যের ওপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। জাতীয় দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ-এর অনুসন্ধানী সাংবাদিক নোমান মুন্না জয় এবং মোহাম্মদ আলমের করা এক প্রতিবেদনে এসব বিষয় উঠে আসে।

ভুক্তভোগীদের ভাষ্য, দীর্ঘদিন ধরেই তারা পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতির শিকার হলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না, দিচ্ছে না কোনো ক্ষতিপূরণও। রহস্যজনকভাবে পরিবেশ অধিদপ্তরও প্রতিবছর কারখানার লাইসেন্স নবায়ন করছে। তবে পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় দাবি করেছে—সব শর্ত পূরণ করলেই কেবল লাইসেন্স দেওয়া হয়।

LENS ASIA

অভিযোগের ভিত্তিতে তারা সরেজমিন গিয়ে দেখতে পান, কারখানার চুল্লি থেকে অনবরত সাদা ধোঁয়া বের হচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়ালেই নাকে তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ লাগে এবং মাথা ভার হয়ে আসে। কারখানার উল্টোদিকের ঘরবাড়ি, দোকান ও বেড়ার টিন মরিচায় ক্ষতিগ্রস্ত। কোনো কোনো ঘরের চাল এতটাই ঝাঁঝড়া হয়ে গেছে যে বাসিন্দারা পলিথিন বা ত্রিপাল দিয়ে কোনোরকমে বৃষ্টির পানি আটকাচ্ছেন।

মঙ্গলখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক জানান, কারখানার কারণে স্কুলের সাবমারসিবল টিউবওয়েলের পানি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা পানির তীব্র সংকটে ভুগছে এবং সেই পানি হাত-মুখ ধোয়ার কাজেও ব্যবহার করতে পারছে না। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মিসেস হুমায়রা বলেন, বিশুদ্ধ পানির অভাবে শিক্ষার্থীরা নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বিষাক্ত গ্যাসে বয়স্ক ও শিশুরাও শ্বাসকষ্টসহ জটিল রোগে ভুগছে। তাঁর দাবি, পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী গ্যাস পরিশোধন না করায় এবং চুল্লি প্রয়োজনের তুলনায় নিচু হওয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন বাসিন্দা অভিযোগ করেন, “লবণের গ্যাসে টিন দুই বছরের বেশি টেকে না। বয়স্ক ও শিশুরা শ্বাসকষ্টে ভুগছে, অথচ কেউ সমাধান দিচ্ছে না।” তাদের ভাষ্য, কারখানার কর্তৃপক্ষ কোনো খোঁজ নেয় না, প্রশাসনের কাছ থেকেও কোনো প্রতিকার মেলে না।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, লবণের প্রধান উপাদান সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) সীমিত পরিমাণে মানুষের জন্য উপকারী হলেও অতিরিক্ত হলে শারীরিক নানা জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। স্থানীয়দের দাবি, কারখানার ধোঁয়া ও গ্যাসে সেই মাত্রা অতিক্রম হচ্ছে।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে এসিআই সল্ট লিমিটেডের সিনিয়র এডমিন অফিসার আবুল কালাম আজাদ বলেন, এ ধরনের অভিযোগ তাদের জানা নেই। পরিবেশ অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জের উপ-পরিচালক এ এইচ এম রাশেদ জানান, কেউ লিখিত অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।